২৩/৮/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত বিতর্কিত ভিসিকে রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচনে সংশয়

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ সরকার সৃষ্ট, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাড়ে ১২শ' ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডি থেকে সাবেক এমপিসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বাদ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেও খোদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি অর্থাৎ সিন্ডিকেট ও সিনেটের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য, ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে এখনো অপসারণ না করে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করায় সর্বত্র তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী মহলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে স্বপদে বহাল রেখে প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নির্বাচন কতখানি সম্ভব তা নিয়ে ইতোমধ্যেই নানা প্রশ্ন এবং সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কলেজ গভর্নিং বডি পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চিহ্নিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অপসারণ না করার কারণে দেশের সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক মহলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত এই পক্ষপাতিত্বমূলক দ্বিমুখী পদক্ষেপ বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। চরম সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে দেশের সকল ডিগ্রী কলেজের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে বহাল রাখা হলে কলেজগুলোর গভর্নিং বডি থেকে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতিদের

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত ভিসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অপসারণ কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা প্রশ্ন তুলেছেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছে একই নীতি অনুসরণের দাবী জানিয়েছেন। বিতর্কিত রাজনৈতিক ভিসিকে পদে রাখার ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর গভর্নিং বডি থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অপসারণও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দলীয় প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চ্যান্সেলর বিচারপতি লতিফুর রহমান গত ২৫ জুলাই এক নির্দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল কলেজের গভর্নিং বডি থেকে সভাপতি, বিদ্যোৎসাহী ও হিতৈষী সদস্য হিসেবে ইতোপূর্বে মনোনীত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বাদ দিয়ে সরকারী প্রশাসনিক পদস্থ কর্মকর্তাদের ঐ দায়িত্ব গ্রহণের পরামর্শ দেয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ও বিতর্কিত ডক্টরেট ডিগ্রিধারী একাডেমিক যোগ্যতাবিহীন ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য তার রাজনৈতিক দলের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ নির্দেশ না মানলে ৮ আগস্ট তারিখে প্রধান উপদেষ্টার দফতর থেকে আবারো একটি চিঠি দিয়ে সরকারের নির্দেশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। এ ব্যাপারে দৈনিক ইনকিলাবেও রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তিনি তড়িঘড়ি পেছনের তারিখ দিয়ে নামকাওয়াস্তে হাতে গোনা কয়েকটি কলেজ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও ডিসিদের গভর্নিং বডি পরিবর্তন সংক্রান্ত চিঠি ইস্যু করেন। কিন্তু খোদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডিই হল যেখানে সিন্ডিকেট ও সিনেট এবং এই সিন্ডিকেট ও সিনেটের সভাপতি পদে যখন একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তি তথা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য আসীন রয়েছেন তখন এ পদটি থেকে তাকে পরিবর্তন না করায় সচেতন শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক মহলের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উক্ত আদেশের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি অধিভুক্ত অনেক কলেজ গভর্নিং বডির রাজনৈতিক সভাপতি ও সদস্যরাও সরকারের এ নির্দেশের সমালোচনা করে বলেছেন মাথার ওপর থেকে বড় রাজনৈতিক নেতাদের না সরিয়ে নীচের দিকের ছোট ছোট নেতাদের সরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে অবিচার ও একতরফা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হচ্ছে। এতে অনেকেই ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা মন্ডলীর ঘোষিত উপদেষ্টা দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদ থেকে না সরানোর ফলে তার অধীনস্থ কলেজগুলোর শিক্ষকমন্ডলী দিয়ে এবং ঐসব কলেজ থেকেও নির্বাচন অনুষ্ঠানও কতখানি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ হবে- তা নিয়ে সকল মহলেই মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে ভিসি হিসেবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত এই আওয়ামী লীগ নেতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকায় এবং আওয়ামী লীগের প্রতি তার দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকায় তিনি এখনো তার অধীনস্থ কলেজগুলো গভর্নিং বডি থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অপসারণ করেননি। এমনকি তাদের কোন চিঠিও দেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের নির্দেশকে তিনি সর্বৈব সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে চলেছেন। গভর্নিং বডির সভাপতি পদে বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি রয়েছেন এমন শ' দুয়েক কলেজে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের গভর্নিং বডি পরিবর্তন সংক্রান্ত চিঠি দেয়া ছাড়া বাকী ১ হাজার কলেজের গভর্নিং বডি পরিবর্তনে তিনি কোন চিঠিই গত ১৫ দিনে পাঠাননি। কারণ এসব কলেজ আওয়ামী লীগ দলীয় ব্যক্তিরা গভর্নিং বডিতে অসীন রয়েছেন এবং তিনি তাদের সুকৌশলে অপসারণ কার্যক্রমে নানা টালবাহানায় আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ অবস্থায় দুর্নীতিবাজ বিতর্কিত সাম্প্রদায়িক ভিসি দুর্গাদাস তার পদ থেকে অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত অধিভুক্ত সকল কলেজের গভর্নিং বডি থেকে অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অপসারণ সম্ভব নয় বলে ওয়াকিবহাল মহল উল্লেখ করেছেন।